ককবরকে রবীন্দ্রচয়ন

ককবরক বাই রবীন্দ্রনাথ



ত্রিপুরা সরকার

ককবরকে রবীন্দ্রচয়ন

ককবরকবাই রবীন্দ্রনাথ

প্রচ্ছদ ঃ স্বপন নন্দী

প্রকাশক

অধিকর্তা

তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার

ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

মুদ্রণ

সরকারি ছাপাখানা

ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

মূল্য—দুই টাকা

টি.জি.পি.এ.—তাং—২৫-২-৮৭ইং—১০,০০০—জেসি নং—০৮৫৭

ভূমিকা

ত্রিপুরার উপজাতিদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ বিকাশ ও মানোন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তার রূপায়ণেও সমানভাবে যত্নবান। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কগবরকভাষা লাভ করেছে দ্বিতীয় সরকারী ভাষার মর্যাদা। এই ভাষাকে আরো উন্নত, আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখন প্রকাশিত হল কগবরক ভাষার একটি অনুবাদ সংকলন 'কগবরকে রবীন্দ্রচয়ন' যার মধ্যে রয়েছে এক মহান মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ও গানের কগবরক ভাষান্তর। একদিকে মূল বাংলা রচনা আর একদিকে কগবরক তর্জমা সংকলনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ত্রিপুরার জাতি উপজাতি উভয় অংশের পাঠকের কাছে সংকলনটিকে জনপ্রিয় করার জন্য।

এ কথা বলা বাহুল্য যে পৃথিবীর সব দেশেই পশ্চাদপদ ও অনুন্নত ভাষাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে অনুবাদ অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। কারণ এর মাধ্যমে ধনী হতে পারে শব্দ ভাণ্ডার, সমৃদ্ধ হতে পারে কল্পনাশক্তি, চিন্তন ও মননের জগত। রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতা ও গানের কগবরক ভাষান্তরও তেমনি বাড়িয়ে দেবে কগবরক ভাষার পরিধিকে --- তার শব্দ, অর্থ, ছন্দ, ভাব ও কল্পনার মধ্যে এনে দেবে বিস্তৃতি।

অনুবাদের কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা সকলেই কগবরক সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী কর্মী। তাঁদের দীর্ঘদিনের শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল এই সংকলন। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের উন্নত ভাবে ভাষা ও আঙ্গিকের সার্থকরূপ কগবরক ভাষায় হয়ত ব্যঞ্জিত হয়ে উঠবে না— কিন্তু এর ফলে কগবরক ভাষার দেহে যে এক নতুন ভাব ভাষা ও আঙ্গিকের প্রাণসঞ্চার ঘটবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

সংকলনের অনেক গান ও কবিতা ইতিমধ্যেই ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্য তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর আয়োজিত কগবরক রবীন্দ্র সংগীত

ও নৃত্য প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে প্রায়োগিক রূপলাভ করেছে, জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, ব্যবহারের গতিশীলতা লাভ করেছে। এভাবে অনুবাদ গান ও কবিতার বিস্তারলাভ ঘটলেই কগবরক ভাষার জড়তা যাবে কেটে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে তা লাভ করবে এগিয়ে যাবার শক্তি।

এই সীমিত প্রয়াস আগামী দিনের কগবরক ভাষাভাষী কবিলেখকদের প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে, কগবরক ভাষা ও সাহিত্যের সীমানাকে আরো প্রসারিত করবে -- এ আমাদের বিশ্বাস।

ককিকিসা

ত্রিপুরানি সঙদুকরগনি হুকুমু তাই ঐতিহ্যন' মৗথাঙতননানি তাই হামারিনি বাগৗই বামফ্রন্ট সরকার পুইলানি সিমি সৗমাই তাংজাগ তাই আবন সামুংগ ফৗনাংনা বাগৗই জাইখেন'সাকতারজাগখা। অ-নাসিগমুঙ তংমা-ব্াইন' ককবরকভাষা দ্বিতীয় সরকারী ভাষানি মর্যাদা মানখা। অ-ভাষান' তাইব' কাহাম, তাইব' সাকা তিসানা বাগৗই তথ্য, হুকুমু তাই বেরাইখিরি দপ্তর কগবরক বাই কাইসা অনুবাদ সংকলন কারিখা "ককবরক বাই রবীন্দ্রনাথ" আর' তংগ বিশ্বনি খরকসা মহান মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ কিসা কবিতা তাই গাননি কগবরক অনুবাদ। থুমজাগ অ সংকলন তঙগ মূল বাংলা রচনা তাই বিনি কগবরক অনুবাদ। আব' খাইজাগখা ত্রিপুরানি জাতি উপজাতি দফা কায়নৗয়নি পাঠকরগনি থানি অ সংকলন, লুকুখাতুংমা খাইনা বাগৗই।

অর' কক খুরচাই মান, অ পৃথিবীনি বেবাগ দেশনি উকলক কৗলায়জাগ তাই অনুন্নত ভাষান' উন্নত খাইথানি অনুবাদ কাইসা কাহাম হাতিয়ারনি সামুং তংগ। তামলে হৗনবা, বিনি বিসিংতৗয়ন' গৗনাং আংগৗই মান' শব্দভাণ্ডার তাই উানসুকমা, চিন্তা খাইমা তাই বৗখানি জগত। রবীন্দ্রনাথনি বাংলা কবিতা তাই গাননি কগবরক অনুবাদ আব হাইখেন' কগবরক ভাষানি পরিধিন' ফলগৗয় রৗন' -- বিনি শব্দ, অর্থ, ছন্দ, ভাব তাই উানসুকমান' উারৗউানৗ।

অনুবাদনি সামুংগ জেরগ আগগৗই ফাইকা বরক জতন, কগবরকরচনানি অগ্রনী কর্মী। বরকনি সালকৗবাংমানি সামুং তাই খা বাই চেষ্টা খাইমানি

ফল অ সংকলন। অ কক কুবুই রবীন্দ্রনাথনি উন্নত ভাব ভাষা তাই আঙ্গিকনি সার্থকরূপ কগবরক ভাষাঅ জাইখে আঁওগীলাক—ফিয়া আবনি বাগীই কগবরক ভাষানি সাগ' জে! কীতাল ভাষা তাই আঙ্গিকনি প্রানসঞ্চার আঁওনাই আর' কোন সন্দেহ কীরীয়।

সংকলননি কীবাংমা গান তাই কবিতা আবনি বিসিংগন' ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীন' রীগীই তথ্য' হুকুমু তাই বেরাইখিরি দপ্তর বাই সংচাজাগ কগবরক রবীন্দ্র রীচাবমুং তাই মীসামুংনি ফীরীংমুং শিবিরনি বিসিংতীই ফীনাংজাগমা, লুকুরগনি বামজাগমুং মানখা, ব্যবহার গতিশীলতা মানখা আব হাইখে অনুবাদ গান তাই কবিতারগনি বিস্তার আঁওখেন

কগবরক ভাষানি জড়তা কাগানী আবরগনি বাস্তব প্রয়োগনি বিসিং-তীই বীসকাংগ আগগীই থাংনানি ফান মানানী।

অ-- খচরজাগ প্রয়াস ফাইনায় সালরগ' কগবরক সানাই, সীয়নাই, ককলব-নাই রগনি থানি প্রেরনা তাই উৎসাহ রীউানা। কগবরক ভাষা তাই ককরীবায়নি আ।রিন' তাই উারীউানী অবন চিনি' পুইতু।

পরিচয়

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি-'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি-ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল সেই নদীতীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে প'ড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে।

সিনিমুঙ

সালসা নুকখা আ লাংতা চেরাই
হাদুলীয়অ আচুগ তঙগ' য়াকুং ফলগবাই,
গাতি আচুগুই হাদুল থুমুই---
বায় হুঅ লতা গুরি গুরিরুই।
গানাগানি পুন বীসা বিখুমু কীলীয়
তীরীক তীরীক তীয়মা নার' তঙমা সাম চাউই।
আতমছা ব' গানা ফায়' সীরাপসা তঙ তঙগীয়--
পুংগীই রুখা আ চেরাইনি মুখাঙ নাসিগীই---
চেরাই সুনদুরমা চাঅইকাবখা কিরিজাগীই---
খাচিগীয় ফায়' বায়, গাতি লতা খিবীই।
য়াসা ফায়ুং তাই য়াসা পুনসা বামীই
হামজাকমা রীখা খরকনুইন' হ্মানখাই বাগীই।
বরকসা বাই পুনসানি কীচার' তঙগীয় বায়
কুনুইন-ন খাঅই-রীখা সিনিমা বুদুকবাই॥

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ্ ঠঙ্
ও পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা—
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়, কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

মনে পড়ে ঘরটি আলো, মায়ের হাসিমুখ—
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্মি সে না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি—
বাইরেতে মেঘ ডেকে উঠে, সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কংকাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটি মিটি আলো,
চারি দিকের দেয়াল জুড়ে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে, একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান॥

উাতৗয় উাঅ পুতুপ পাতাপ

সালনি পিরমুঙ থাগৗই ফায়কা সালব হাবতৗই—হাবতৗই
নখা খলবৗই চুমুই কুথুমখা তাল-ন হামজাগৗই
চুমুইনি সাকা চুমুই কবলখা বুমুল বুমুলনি সাকা
মুতাই নগ' তাংসা গনতা দদঙ-দদঙ তামখা
বুফাঙ উাফাঙ মৗরৗই নুহর আয়াংগ উাতৗয় উাখা
য়াংগ খেবা চুমুই সাকা রাঙচাক রাসা চৗংখা
উাতৗয় নবার' চেরাই ফুরুনি রৗচাপমুঙ মুয়তু মানখা
উাতৗয় উাখা পুতুপ পাতাপ তৗয়মা তর বাইখা।।

নখা গৗনাঙগৗই চুমুই থৗঙলায়' আরিবা বুরব'।
দেশ দেশ' থুঙলায় বেরায় মানা খায়া কেব'।
কৗতাল কৗতাল খুমৗ লুংগ উাতৗয় থাংগ উাই
সৗরাপসা বিসিং থুঙমুঙ কৗতাল উানসুক মান' বাহাই
উাতৗয়—থুঙমুঙ নুগৗই বৗসৗক থুঙমুঙ মুয়তু মানখা।
সাল বৗসৗকছে নক বেসের' হুইজাগৗই থুঙলায়খা
'মনি লগে চেরায় ফুরু রৗচাপমা মুয়তু মানখা।
উাতৗয় উাখা পুতুপ পাতাপ তৗয়মা তরবাইখা।।

মুয়তু মান' নক ফুদুদু মৗনৗয়জাক মৗখাঙ মানি
মুয়তু মান' নখা গুরুমখেই বৗখা কৗলৗয়মানি
রিয়াননি খাকসা বেসের' থুউই তঙগ কৗকৗয়
আমান' ব বৗসৗকজে জালক লেখাজুখা কৗরৗই
নকবিসিংগ চৗরায় মিরিক পাইলায়াখে তঙখা।
ফাতার' উাতৗয় গুরুমসামা বাই হা নখা কৗলৗয় তঙখা।
মুয়তু মান' আমানি খুগ' রৗচাবমুঙ খৗনাখা
উাতৗই উাখা পুতুপ পাতাপ তৗয়মা তরবাইখা।।

মুয়তু মান' সুয়োরাণী দুয়োরানৗনি কগ-ন'
মুয়তু মান' কইকৗরাকমা কঙ্কাবতৗনি দুখুন'
মুয়তু মান' নক বেসের' চাতি দিকদিক চৗংমা
বারা বাইচিং দেওয়াল গৗনাঙগৗই-সামপিলি কসম নাঙমা,
ফাতার বৗখাক তৗয় কৗলাইমা পুতুপ পাতাপ পুঙগ'
চৗরাই মিরিক, কথমা খৗনায় সিরিং সিরিঙ অংগ,
'মনি লগে সাল সিদলনি রৗচাবমুঙ মুয়তু মানখা।
উাতৗয় উাখা পুতুপ পাতাপ তৗয়মা তরবাইখা।।

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা—
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা!
সেদিনও কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা!
থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা!
তিন কন্যে বিয়ে করে কী হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

বুফুরুবা উাতীয় উাখা তীয় বা বুর' তরখা
শিবঠাকুর কাইজাকমাবা বুফুরনি কক অওখা।
আফুরুবুদা অমতাই খে-ন চুমুই কবলাই তও,
বাথাক বাথাকগাই ফুয়রাও কগাই নখা গুরুমুই তও।
বীরীয় খরকথাম কাইজাক বায়াই বিনি তাম' অংখা
ব চীরায়ন' মুথুনা বাগাই সাববা রীচাবলাংখা
উাতীয় উাখা পুতুপ পাতাপ তীয়মা তরবাইখা॥

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালি-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন, ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে॥

শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে॥

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে॥

আষাঢ়

চুমুই খীরাংজি কবলুই আষাঢ় নখাঅ জাগা কীরীইখা নায়দি।
নরগ তিনিলে নগনি তাকুতুল বাইদি।
উাতীয় রুপ রুপ উাই তঙখা,
হাতিয়া খেত' তীয় লমতীই আঁংখা,
আয়াং চুমুই সমচাই ফায়মা বাই মীনাক আঁং ফায়কা নায়দি।
নরগ তিনিলে নগনি তা কুতুল বাইদি॥

খীনাদি মুসুক পুঙমাং তঙখা, ধবলীন' নগ' তুফায়দি খাই।
তাবুক-ন ফায়ানু মীনাক সাল হাবখা খীলাই।
নায়জাদি কিসা দগা বাচাই
কিদে কিফিলখা মুসুক মীরীগনাই,
সাল পাইরিখা বর-ব তঙগুই তিনিলে মুসুক মীরীগনাই।
তাবুক-ন ফায়ানু মীনাক সাল হাবখাখীলাই॥

খীনাদি আয়াং তীয় বাসুনানি সাব মাজিন'বা রিং তঙখা।
রুঙ বায় বাসুমানি তিনিলে বাথাক তঙখা।
পুব' নবার সিব', নার' কেব কীরীই,
নার য়াগনীয় তঙগ তীয় লিলাগুই,
কীলাক কীলাকখে তীয় কীলাই হুউ হুউ পুঙ তঙখা।
রুঙ বায় বাসুমানি তিনিলে বাথাক তঙখা॥

নরগ তিনি তা থাংজাবাদি, নরগ নগনি তা কুতুলবাইদি।
নখা সমচাজাক সাল হাপনাইখা নায়দি।
উাতীয় সেক সেক রি সিই থাংনাই,
গাতি থাংমা লাম রিমি তঙবাই নাই,
উক উালীঙরগ নিনাংমাং তঙখা লামা গানা কিসা নায়দি।
নরগ তিনিলে নগনি তা কুতুল বাইদি॥

বীরপুরুষ

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্‌কিতে, মা, চ'ড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন-মনে তাই
ভয় পেয়েছ—ভাবছ 'এলেম কোথা'।
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে—
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই-যে কিসের আলো?'

এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে'
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পাল্‌কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে—
বেয়ারাগুলো পাশে কাঁটাবনে
পাল্‌কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন, মা, করো!'

সেঙকীরাক

খা খীলায়দি বুইদেশ বেরাইনানি
আমান' তীয়ীই থাংগ' জাহাই হাচাল'।
আমা নীঙ থাঙগ' পালকি কাঅই
দগলাম লামনুই কিসিসা ফিয়গীই,
আঙ থাঙগ' করাই কীচাক কাঅই
খতক খতকখে গানা গানা নিনি।
লামা হাদুলীই ফাইঅ মীনাগীই।।
সানজা আঁঙখা, সাল কলপখা,
জোরা পুখিরি গীনাং খেত কীচার' সকফাইখা।
জেসা ফাসিং নাছিক নাইখাই দুফুংদুফুং নুহুর',
বরক মনুইসু কুরুই কুনু জাগাব',
কিরিমা চাঅই উানসুকখানা' বুর সকফাইখা',
আঙ সাঅ 'তাকিরিদি, আমা',
ইক' নুহুর' তীয়সা কীথীয়নি খেরেঙমা,
আউার কুপুলুঙ সামতাই কবলীই
কীনীয় কীচার' লামা থাংখা কইঅীই
মুসুক মিসিপ কুরুই কুনু জাগা
সাল হাপখাইন' কামি ফাগ্রিঙ থাঙখা,
চুঙ বিয়াঙ থাঙ আব' সাব' সাইমান---
মীনাগ' নুগয়া কুনু ফান'।
নীঙ তেইব' রিঙগীই সীংখানা আন'
'পুখুরি গানা তামনি পহর আব'?
আজরা হাঁ রে রে রে---
উক' সাবরগ ফাইঅ চিরিখগীই?
নীঙ কিরিঅই পালকিনি বেসের'
মুঙ খুঅ নীঙ মীতাইরগন'
পালকি বালনাইরগ গানানি বুসুলীঙগ'
পালকি খিবিঅই কীলীইঅ থরথর।
আঙ নন' রিংগীই সাখানা,
'আঙ তঙগ', তাঙগীই কিরি আমা।"

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—
কানে তাদের গোঁজা' জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া খবরদার,
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে রে রে রে।।'

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে!'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।'
তুমি শুনে পাল্কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল,
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।'

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা?
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে—
দাদা বলত, 'কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে!'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

খরগ' খৗনাই বাবারি য়াগ' লাঠা
খুনজুঅ বরগনি কানজাগ খুম জবা।
আঙ হিন' 'খবরদার বৗথাকদি'
য়াপরি য়াছা গানা তেই তা ফায়দি
আনি সেং ইক' নাসিক নায়দি,
নরকন' পাই খিবানু বকচ'খায়।

খৗনায় বরগ বাগরং বারসায়
চিরিখক সাখা হাঁ রে রে রে রে॥
নৗঙ হিনতিখা' তা থাংদি অ কুইয়া।
আঙ হিন' 'সিরিং সিরিংখে নাইলা।
করাই খাচিকরুই থাংখা বরগনি বিসিঙ,
সেং বাই ফুই পুঙগ' তাতাং তিতিং,
বৗসৗক কিরি থথক চবা অঙখা আমা
খৗনায় নিনি সাগনি বিখুমু বাচানায়।
বৗসৗক বরকবা কিরিই থাংখা খারলাই,
বৗসৗক বরকনি বখরক কৗলায়খা তানজাকবাই।

আসুক বরকবাই চবা খৗলায়অই---
নৗঙ উানসুকখানা কুইয়া থাংখা থুইঅই।
আঙ আফুরু থৗইফুলুই কলমৗই
ফাই সাকা 'চবা থাংখা পাইঅই।'
নৗঙ খৗনাউই পালকিনি অঙখরৗই
বামফাইখা আন' মতম সুঔই।
সাখা, কৗপাল হামৗয় কুইয়ালগে তংমাবায়,
তাম' গদিসা অ,ংখামুন ঔংয়াখায়,
সালবুরুমন' বৗসৗক তঙমুঙ গতিঅ পদের পদ
তাম' অঙগৗইবা কুবুই ঔঙয়া সিদ, ম-তৗয়রগ?
কুবুইন' থাইসা কথমা ঔঙখামু,
খৗনানাইরগ মৗলাঙচাবায়খামু
আতা সাখামু, 'তামখে আব' অঙন',
কুইয়ানি সাগ' আসৗকদা ফান তঙন'।
কামিনি বরক জত-ন খৗনায় সান'
"কৗপাল হামমা বাই কুইয়া তঙগৗয়সে সাম'।"

ওরা কাজ করে

অলসসময়ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে,।
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল:
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ ;
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।।
মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে---
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডংকা শব্দ নাহি তোলে:

বরগ সামুঙ তাঙলাইঅ

সেঙের জরানি লাম রীকসাই
বীথা-ব থাংগ নখা নায়সাই।

অ নখা লামাঅ সামপিলি সীয়জাক ছবি মকল' কীলাইখা
সাল বীসীক পাল পাল বরক বীসীক থাংখা

সাল কলকমা সীকাং
জিদিনা খাতুংগুই দমাং।

ফায়বাইখা হা মনগনাই পাঠান বদল,
সক ফায়খা মোগল,
রথ কীপলাইনি চাকা
হাদুলি কবন রিখা---
বানা কীপলাই তিসাখা।
নখালাম নায়সাই
তিনি নুগয়া আ মারি কিসাফান তাই।

আ কীকীরীক খীরাংজি ফুঙ-সানজা চাকসারীঅ
যুগ যুগ সাল কাফুরু থাংফুরু পির রীঅ॥

তে উাইসা আ নখা তলা তীই
ফায়বাইখা দল দল আীংগীই
সর খাজাক লামতীই
হামা হরজালাই রথ কাই
ফান কীরাক ইংরেজ
পিরুই রিখা বরগনি তেজ।

সিঅ বনি লামাতীই-ব কচগানু কাল।
বর রুচকরীন' সাম্রাজ্যনি হা খানাই জাল।
সিঅ বংনি মানীই-খুনীই বালনাই
আথুকিরিলীঙগ দেংসা-ব মারি নারুগগীলাক তেই।

হারাইজ ফায়সিং নায়খে মকল ফিয়গুই
নুগ আর' কেচেমেচে খীলায়ীই
বরক কীবাংমা তঙগ হিমীই
লামা জুদা তীই জুদা দল তীই

জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে:
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্তআঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন---গুন্ গুন্ স্বর---
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে॥

যুগ যুগ রসই বয়গনি সামুঙ নাঙমানি
থাঁয়থানি থাঙথানি।
বরগ চিরকাল
রুঙ চগ' রম' হাল
বরগ খেতরগ'

খীচীনীয় সার' মায়কুমুন রাঅ
বরগ সামুঙ তাঙগ
আউলি পানথররগ'।

সন্তর' আরেঙগি বাই থাংগ চবাজাম দুলুং পুঙয়াঁঅীই
কীপলাইথঙ পকজাগ' বিনি র্কক সিন্নাতীই
থীই ফুলজাক সেং য়াগ' জত' মকল কীচাকমা
চেরায় সীরীঙমাঅ মীখাঙ খলবুই আঁংখা কথমা।

বরগ সামুঙ তাঙগ
দেশ বুইদেশরগ'

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গনি তীয়বুম-তীয়মানি গাত্তি রগ'
পানজাব, বোমবাই, গুজরাট'।

খরাঙ গুরুম গুরুমীই—খরাঙ হেনের হেনেরীই
হরসাল কথমা পরি সাল লাইরীখা তঙথকরীই
দুখু তঙথক হরসালন'
পুঙসারুই তিসাঅ মাঙতাংনি কমথাই কতরন'।
রাসা রাসা সাম্রাজ্য কীবাইরগ'
বরগ সামুঙ তাঙগ।

অপমানিত

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে---
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীনপতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান---
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

অপমান মানজাক

অ আনি কীপাল হাময়া দেশ, জেরগন' খীলায়খা অপমান,
অপমান' মা আঁওনায় বরগ জতবাই হমান।
বরকনি অধিকার' সেপেলেখা জে-রগন'
বীসকাং বীচারীয় তনীই-ব' খুরিঅ রীলিয়া আচুকনা-ফান,
অপমান' মা আঁওনায় বরগ জতবায় হমান॥
বরকনি তাওজাগমান' হাচাল' তনীয় সালবুরুমন'
সেলেংখা নীঙ বরকনি খা-নি মুতাইন'।
কায়থরনি থামচি কুতুংবাই বিথ্বালনি দগা আচুকলাই
চানা নাঙগানু মামুইরগ বাগলাই হমান
অপমান' মা আঁওনায় বরগ জতবায় হমান॥
নিনি আচুকথাইনি বংন' খিকলায় রীখা জের'
এলেগানাখায় খিতার রীখা নিনি ফান-ন' আর'।
য়াকুংবাই কাফিক জাগীই-হাদুলিঅ মিলি থাংগব-
আ' তলা অংখর ফায়দি আঁওয়াখে বাহায় য়গমান।
অপমান' মা আঁওনায় নুঙ তিনি জতবায় হমান॥
জান' নীঙ তলা খিকলায়' বব' নন' তলাঅ খানায়
উকলুগ' নারুকখা জান' বব'নন' উকলুগ সনায়।
সিয়ানি মীনাগমাঅ, কতন কলপখা জা-ন'
নিনি কাহামব' ফবীয় সীনাম' ব' ফেরলাইমুঙ কীবাং।
অপমান' মা আঁওনায় বরগ জতবায় হমান॥
বিসি রাসানি রাসা রমীই খরগ' কীলায়খা অসম্মাননি পজা
বরগনি মুতাইন' তবসে খুলুমনা নায়া।
তবসে নায়খীলায় নুকয়াদে মকলবাই
অংখর ফায়খা হাদুলিঅ কীলায়জাগরগনি ভগবান।
অপমান' মা আঁওনায় আর' নীঙ জতবায় হমান॥
নুগনা মায়াদে নীঙ যমদুত বাচা ফায়খা দগালাম'—
সীরাইমুঙ রীগীই রীখা নিনি জাতিনি বলাইমাঅ।
জতন' তুমুং নুওয়াখে তাবুকব' কনয় তঙখে
সাক-ন খাউই তনখেই বাবীরীয় বুলুই নাখরায় মাং
থীয়মা বিসিঙতুই অঙনায় হায়খে বীলীং
থাপলাঅ জত-ন হমান॥

ধুলামন্দির

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে!
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে॥

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

হাদুলি-মুতাইনক

দিয়ান পুজিমা সুরিমা জত তঙসিথুন কীলাই
তামঙগীই নীঙ মুতাই নক বিসিং মা তঙখা দগা খাই।

মীনাগ' হুইজাগীই বীখা কাইচমীই
সাব-ন নীঙ পুজি কতনীই
মকল ফিয়গীই নাহার নায়দি নগ' মুতাইসে কীরীই।

ব থাংখা আর' হা চিখাগীই চাষী আল চুউাই তঙথানি---
হলং সীবাই লামা তানথানি, বিসি গীনাঙগীই তাঙগীই তঙথানি।

জত' বাইন' তঙগ সাতুং উাতীয়'
হাদুলি নাঙখা বিনি য়াগনীয়'---
ফায়সিদি হাদুলি সাকা ব'হাই-ন কীথার কারীই॥

য়কনা? বর' থাংলে য়কনাই, য়কমুঙ বর' আঁঙখা।
মুতাই বাইথাঙসে সীনামমা থীইঅ জতবায় খাজাক তঙখা।

তনসিদি দিয়ান, তঙসিথুন খুমজারি
কিচিকথন রি, নাঙসিথুন হাদুলি
সামুঙতুর' ব বায় বাকসাখে কীলাইথন কলমতীয়॥



প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

সাংমুঙ

ভগবান নীঙ যুগ যুগ' কক তুননাই রহরখা উরাম উরাম
দয়া কীরীই সংসার'---
বরগ সাউই থাংখা 'ক্ষমা খীলায়দি জতন' সাউইথাংকা হামজাগদি'---
খিবিদি বীথানি ছেলেংমা বিষন'।
সুরিমানতুই বরগ, মুয়তু মানতুই বরগ, আংখে-ব ফাতার-দগার'
ফিরগুই রীথা বরগন' এরেংখুলুমা বায় তিনি সাল হাঁয়াঅ।
আঙ জে নুগখা---হইজাক কেনা হর ফাকিনি মীনাকমাঅ
তকখা কুসতাম কীরীইরগন।
আঙ জে নুগখা---কুসতাম খীলায় মাঁয়া, ফানগীনাঙনি
তাঙমুঙ হাঁয়া বায়
বিচারনি কক হইজাগুই সিরিং সিরিং কাব'।
আঙ জে নুগখা--চেরায় কীতাল কবর আংগুই খাবরুম'
বিরমান থাইসা বায় থীয়খা এরেং খরক বুউই হলংগ।
খরাংথেজাক তিনি, সুমুইঅ রীচামুঙ কীরীই,
হর মীনাকনি জেলখানা
কীমাজাক আনি ভুবন ইমাং হাঁয়ানি তলাঅ।
আব' হিনুই সীংগ নন' মুকতীয় বায়---
জে বররগ নিনি নবার' বিথি বুত্র, বুথার' নিনি পিরমুঙ
নীঙ বরগন ক্ষমাদে খীলায়খা, হামজাগখাদে নীঙ?

ভারততীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত-প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহবানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর---
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে---তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

হেথা একদিন বিরাবিমহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার---
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারত হা-কথার

অ আনিবথা সিচাদি তরকসা ই হা কথার'
ই ভারত হানি বরক কথারনি তয়বুম নার'।
অর' বাচাউই য়াক ফলগুই খুলুম' বরক মতাইন'
বথা ফুরুই তঙথকজাগুই সুরিঅ আঙ বন'।
দিয়াই সিরিং সিরিং ইক হাকতর, তয়মা জপমালা-তাই পানথর
অর সালবুরুম নায়সিদি চিনি হা কথারমান'
ই ভারতহানি বরক কথারনি তয়বুম নার'॥

কেব মায়া সাই সাব নুংমা বায় আসক বরক ফায়খা
কচায়া তুর বায় বরনি সকফায় তয়বুম' গথক থাংখা।
অর আর্য, অর অনার্য, অর দ্রাবিড় চীনরগ
শক-হুন-দল পাঠান মোগল অংখা সাক কায়সা বরগ।
পশ্চিম' তিনি দগা ফিয়গখা, আরনি জত-ন সকাত তুফায়খা
রনাই তাই নানাই, মিলিরনাই মিলিনাই, কিফিল থাংগলাক কায়সাব'
ই ভারতহানি বরক কথারনি তয়বুম নার'॥

চবালাম রগই জয়গান রচাবুই কবর হাই চিরিগলাই
জে বরগ ফায়খা লামা হাচিংখর হাচুক হাপুঙলাইউই
বরগ জত-ন আনি বসাগ' হাচালয়া-কেব হাচাল---
আনি ই থয়'' পুঙগুই তঙগ খরাঙ বিনি দালবিদাল।
অ রুদ্রবীণা পুঙদি পুঙদি পুঙদি সেলেঙজাগুই হাচাল' তঙনাইরগ-ব
উাকেবেং বাইনাই বরগ-ব ফায়নাই বাচাউানু কুথুমুই অর'
ই ভারতহানি বরক কথাররগনি তয়বুম নার'॥

সালমা তার থাগমুঙ কররই ওঁকার কথার পুঙগুই
খাঅ জতনি থানসানি কমথাই তঙমানি তামজাগুই।
তপনি ফান বায় কায়সানি হর' কবাং মানসগুই
জুদা অংমা পগখা সচাই রখা বখা কতর খায়।
আ দিয়াননি সুরিমানি যজ্ঞখলানি দগা ফিয়কজাক তিনি---
বখরখ কঙগুই মা মিলিনাই জত-ন অর'
ই ভারতহানি বরক কথাররগনি তয়বুম নার'॥

আ হজলাইঅ তিনি-ব তঙগ দুখুনি থইদসি চাংগুই---
আব মা সয়নাই বখা মা খামনাই কপাল' সয়জাগমাতই।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্রকরা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

ইদুখুনি পজা রুজুদি আনি খা, খীনাদি থানসানি খরাও—
লাচিমা কিরিমা মা মেচেননাই অপমান হাচাল' থাং।
দুখু খা সয়া থাংসুগুই পাই, লাংমা কতরমা ফায়নু আচায়।---
হর-ব আইঅ আমা সিচাঅ নক কতর'
ই ভারতহানি বরক কীথাররগনি তীয়বুম নার'॥
ফায়দি আর্য, ফায়দি অনার্য হিন্দু থুরুকরগ---
ফায়দি তিনি নীঙ ইংরাজ ফায়দি খ্রীষ্টানরগ।
ফায়দি ব্রাহ্মণ খা কীথার খীলায় রমদি জতনি য়াক
কমর থাংথুং জত অপমানপজা ফায়দি কীলাইজাক।
আমা আচুমা জরা ফায়দি দদর' তীয় খগজাগয়াখ গলা কীথার'
জতনি তাঙজাক কীথার আঁংজাক তীয় কীথার'---
তিনি ভারতহানি বরক কীথাররগনি তীয়বুম নার'॥

কুট্টম্বিতা

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই ব'লে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা :
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা॥

উদারচরিতানাম

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্-ধিক্ করে তারে কাননে সবাই;
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই?

হালক সগলাইমা

কেরাসিন চাতি সাঅ হানি চাতিন'
তাখুক হিনুই রিংখাই ভতরা সেবুই রীন',
আ' জরা নখা সাকা তাম কাসাখা,
কেরাসিন রিংগুই সাঅ ফায়গীরাদি আতা।

খা কসঙ

দেওয়াল বেসের' বুমুঙ বথর কীরাই বারসা
বীসাতে খুম বারখা বেতাল বাসীরাজা
খুম বীলীঙনি জত' বন' চি চি হীনবাই
সাল পাসাই সীংগ বন' নীঙলে গাহাই?

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি'
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'—হাসে অন্তর্যামী।

উপকারদম্ভ

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।।

খুলুমজাকনাই

রথযাত্রা বরক কুপলুঙ, বেলাই তঙথথক---
লামা কীলাইউই খুলুম' জত ভক্তরক।
লামা হীন' 'আঙমীতাই', রথ 'আঙ' হীন'
মূর্তি হীন' 'আঙমীতাই' সিনাই মীনীয়'॥

চুবাম। বলাইমুঙ

তীয় সিমবুক বখরক তিসাই সাম পুখিরিন'
সীয় নারুগদি পানতীয় থপসা রাঁথা নন'।

সন্দেহের কারণ

'কতো বড়ো আমি' কহে নকল হীরাটি।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি॥

কর্তব্য গ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি—
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি ।
মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি॥

থারিমা ফের

'বাঁসীক কতর আঙ' সাঅ নকল হীরা।
আবাই-ন থারিঅ নন নীঙ কুবুইয়া॥

সামুঙ য়াচাগমা

সাঅ সারিক—সাল সাব' তাঙনাই আনি তাঙথাই
বাচাই তঙগ সিরিং সিরিং জগত খীনাই
হানি চাতি তঙমানি, ব সাঅ মীতাই
আনি ফান চুগসাক আঙ খীলায়নাই॥

মোহ

নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ও পার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলই ও পারে॥

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা॥

খাতুংমা

হামা কলক হরুই তীয়মানি য়াংনার সাঅ
আয়াংনার' তঙথককুগনা আনি খা কাঅ।
তীয়মানি আয়াংনার আচুক হামাকলক হর'
সাঅ বেবাক চাথক তঙথক আয়াংনার'।

বেজার' কাবনাই

সালনি বাগীই হর কাবুই খিকলাইখে মুকতীয়
সাল কিফিলয়া, এরেং থাংগ আথুকিরি কানাই॥

হাতে-কলমে

বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরই তরে মধুকর এত করে জাঁক!
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো দেখে যাই॥

গৃহভেদ

আম্র কহে, একদিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি—
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি॥

য়াগবাই কলমবাই

পিয়া করম' সাঅ, মলে বথপ চিকনসা
মনি বাগীইদা পিয়ারগ কক কতর কতর সা।
পিয়া সাঅ বন' তাখুক নীঙ ফায়লা,
তেই-ব বথপ বীসাতে দ থুমুই ফুনুগলা॥

নক কাগলাইমা

তাখুক তখা থাইচুমু, থাইচুমু সাঅ সালসা।
তঙমানি বলঙগ জতত-ন আঁংগুই বাগসা,
জানিজা থগজাগমুঙ বরক তুবুখা,
দাম চংনা চেঙমা বায় হমান কীমাই থাংখা।

গান—১

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে॥
লুঠ করা ধন করে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো—
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে॥
নীচে বসে আছিস কেরে, কাঁদিস কেন?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে বাঁধিস কেন?
ধনী যে তুই দুঃখধনে সেই কথাটি রাখিস মনে
ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে॥

গান—২

এখন আর দেরী নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো॥
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বর্গ॥
ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে খুলল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য?
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎস ধারায় মঙ্গলঘট ভরগো।
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরী কেন করিস তবে
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে মরতে হয়তো মরগো॥

কাসুনা থাংখে নাঙনাই চবা

কাসুনা থাংখে নাঙনাই চবা, থৗয়না নাঙনাই।
লামা বতকদে বলাই তঙনাই, কনরনা নাঙনাই॥
লুতিজাক ধন থুমুই, জতনি কতর সাব' আঁংনা নায়—
ফিলিকসা বিসিং গোমা হাচিংগ কৗলাইনা নাঙনাই।
জাংরিনা থাংগৗই নৗঙ লরিনা নাঙনাই॥
তলা আচুগুই সাববা তঙ কাপ তামঙগৗই।
লাচিমা দুক বায় সাগন খা তামঙগৗই
দুখু ধন বায় নৗঙজে ধনৗ ম ককন খাঅ নারৗগদি—
হাচিং সাকাঅ স্বর্গ নিনি সৗনামনা নাঙনাই।
অসতর' কার'ই মাঙসঙ কারুই, চবা মা খৗলায়নাই॥

তাবুক তেই লেরলিয়া

তাবুক তেই লেরলিয়া, রমদি নরক, য়াক বায় য়াক রমদি।
তিনি নিজেনি লাম' ফিরগনা নাঙনাই বৗসকাঙ মিলিনা স্বর্গ॥
আরে ইক, শঙ্খ পুঙখাবৗলে খুলগখা দুগার মনদিরলে—
জরা লায়ানু, উল', তাখুক বর মৗতাই—মানৗই?
তাবুক জানিজা কিসা তঙমা মানৗই বানকদি মৗতাই বেলি সাকাঅ,
থৗই রৗনানি আচায়তুর' হামকৗরায় ঘট সুপুঙদি।
তিনি নানা নাঙনাই রৗনা নাঙনাই, তামঙগৗই লের হৗনখাই
থাঙনা মুচুঙখে থাঙগুই তঙ, থৗয়না মুচুঙখে থৗয়দি॥